শেখ হাসিনার গাড়িবহরে হামলা: সাবেক এমপিসহ ৫০ জনের জেল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গাড়িবহরে হামলা মামলার প্রধান আসামি বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা সাবেক এমপি হাবিবুল ইসলাম হাবিবসহ ৫০ আসামিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টায় সাতক্ষীরা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মো. হুমায়ুন কবীর আসামিদের মামলার রায় ঘোষণা করেন।

মামলার প্রধান আসামি সাতক্ষীরা-১ (তালা-কলারোয়া) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি। বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় বিএনপির প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক। রায়ে হাবিবুল ইসলাম হাবিব, বিএনপি নেতা রিপন ও আরিফকে ১০ বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। বাকি ৪৭ আসামিকে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন মেয়াদের সাজা।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অডিশনাল অ্যাটর্নি জেনারেল মুনির হোসেন জানান, এই রায়ের মাধ্যমে সাতক্ষীরা আজ কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। এই রায়ে আমরা সন্তোষ প্রকাশ করছি।
অন্যদিকে, আসামি পক্ষের আইনজীবী সাহানারা পারভীন বকুল জানান, হাবিবুল ইসলাম হাবিব ঘটনার দিন সাতক্ষীরাতেই ছিলেন না। আমরা পর্যাপ্ত ডকুমেন্ট আদালতে উপস্থাপন করার পরও উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই রায় দেওয়া হয়েছে। আমরা ন্যায় বিচার পাইনি। সকলে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করার জন্য এই রায় দিয়েছে। উচ্চ আদালতে আপিল করা হবে।

মামলার রায়কে কেন্দ্র করে সকাল ১০টা ৫ মিনিটে সাতক্ষীরা জেলা কারাগার থেকে ৩৪ আসামিদের আনা হয় সাতক্ষীরা আদালতে। এরপর রায় ঘোষণা শেষে সাড়ে ১০টার দিকে পুনরায় আসামীদের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।

কারাগারে নেওয়ার প্রাক্কালে বিএনপির এ কেন্দ্রীয় নেতা হাবিবুল ইসলাম হাবিব বলেন, আমি নির্দোষ। রাজনৈতিকভাবে হয়রানি করতে এই রায় দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০০২ সালের ৩০ আগস্ট সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালে ধর্ষণের শিকার এক মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীকে দেখতে আসেন তৎকালীন বিরোধী

দলীয় নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ফেরার পথে সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে পৌঁছালে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শেখ হাসিনার গাড়িবহরে বোমা হামলা চালায় বিএনপির নেতাকর্মীরা। গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়।

হামলায় সাবেক সংসদ সদস্য তৎকালিন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ইঞ্জিনিয়র শেখ মুজিবুর রহমানসহ বেশ কয়েকজন সাংবাদিক আহত হন। এ ঘটনায় কলারোয়া উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোসলেম উদ্দিন বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন। মামলায় ৫০ জনকে আসামি করে আদালতে চার্জশিট দেয় কলারোয়া থানা পুলিশ।

গবেষণা ছাড়া কোনো উন্নতি হয় না: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পরই কৃষির উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। যার কারণে ১৯৯৮ সালে প্রথম খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। কৃষি গবেষণায় আরও গুরুত্ব দিতে হবে। গবেষণা ছাড়া কোনো উন্নতি হয় না।

বৃহস্পতিবার (৪ ফেব্রুয়ারী) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত ‘১০০ কৃষি প্রযুক্তি এটলাস’- এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধুকন্যা এসময় আরও বলেন, কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন জাতির পিতাই শুরু করেছিলেন। বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর-সেটি বঙ্গবন্ধু উপলদ্ধি করতেন বলে তিনি কৃষিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দিয়েছিলেন।

শৈলকুপায় উপজেলা চেয়ারম্যান পদে উপ-নির্বাচনে ৩ জনের মনোনয়ন পত্র দাখিল।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় উপজেলা চেয়ারম্যান পদে উপ-নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিনে ৩ (তিন) জন মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন।

আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রয়াত উপজেলা চেয়ারম্যানের সহধর্মীনি শেফালী বেগম, বিএনপির সমর্থিত হুমায়ন বাবর ফিরোজ (সাবেক ছাত্রদল নেতা ,ইবি) ও স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আনিছুর রহমান।

শৈলকুপা উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে, বুধবার দুপুরে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী শেফালী বেগম।

এসময়, মোঃআব্দুল হাই, এমপি, ঝিনাইদহ -১ ও ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও, দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা রির্টানিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে বিএনপির দলীয় প্রার্থী হুমায়ন বাবর ফিরোজ ও বিকেলে সতন্ত্র প্রার্থী আনিছুর রহমান মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন।

জেলা রির্টানিং কর্মকর্তা রোকনুজ্জামান জানান, মনোনয়ন জমা দেয়ার শেষ দিনে ৩ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারী শৈলকুপা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

গত ৩ নভেম্বর শৈলকুপা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি শিকদার মোশারফ হোসেন (সোনা সিকদার) এর স্ট্রোক জনিত কারণে মৃত্যুতে চেয়ারম্যান পদটি শুন্য হয়।

মিয়ানমারে ফেসবুক বন্ধ করল সেনা সরকার

মিয়ানমারে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অভিযোগে এবার ফেসবুক পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছে। কারণ এই মাধ্যমটি ব্যবহার করে মিয়ানমারে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে। খবর ব্লুমবার্গের।

দেশটির যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। ভুয়া সংবাদ ও মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে, যার কারণে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির বর্তমান সেনা সরকার।

বলা হয়েছে, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মিয়ানমারে ফেসবুক পরিষেবা বন্ধ থাকবে। ইন্টারনেট সরবরাহকারী ও টেলিকম কোম্পানিগুলোকে এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফেসবুক বন্ধ রাখতে হবে।

উল্লেখ্য, মিয়ানমার পার্লামেন্টে নতুন সরকারের প্রথম অধিবেশন শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি ছিল, এমন সময় ক্ষমতা দখলে নিল সেনাবাহিনী। গত রবিবার দিবাগত মাঝরাতে অং সান সুচি এবং প্রেসিডেন্ট উইন মিন্টকে আটক করা হয়। একইসঙ্গে এক বছরের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়।

দর্শনা কেরু চিনিকলের চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের সংবাদ সম্মেলন

গতকাল বুধবার দুপুরে দর্শনা কেরু চিনিকলের(দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে) ৪২জন চাকরিচ্যুত শ্রমিকরা স্ব স্ব কাজে বহাল থাকতে

দর্শনা প্রেস ক্লাবে এসে সংবাদ সম্মেলন করেছে।

আগামী শনিবার বিক্ষোভ ও মানব বন্ধনের কর্মসূচি ঘোষণাসহ থলের বিড়াল বের করে দেওয়ার হুমকি ও হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন । চাকরিচ্যুত শ্রমিক রেজাউল করিম রেজা(৫৫), এহসানুল হক রাজিব (৪৮) হারুন অর রশিদ পান্না (৪৯)সহ ৪২ জন লিখিত বক্তব্যে জানান ১৯৯১ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২শ ৬০টাকা হাজিরায় ইক্ষু সংগ্রহ বিভাগে কর্মরত ছিলাম।

এ মৌসুমেও ৩৯দিন কাজে বহাল থাকা অবস্থায় অদৃশ্য এক অপ শক্তি ও অবৈধ কালো টাকার প্রভাবে আমাদেরকে বিতাড়িত করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে চাকরিচ্যুত শ্রমিক এহসানুল হক রাজিবসহ সকলেই এক বাক্যে বলেন, আচার্য হলেও সত্য ২০থেকে ৩০বছরে আমরা সেটাপে যেতে পারলাম না , কিন্তু কেউ কেউ লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে রাতারাতি সেটাপে অর্থাত আমাদের জায়গাটা পূরণ করে দেয়া হলো ।

চাকরিচ্যুত শ্রমিকরা প্রেস ক্লাবে চিল্লিয়ে একসাথে বলে উঠলেন এর জন্য কেরুজ শ্রমিক ইউনিয়ন দায়ী। এলাকার জনগণ খুব শীঘ্রই তাদের বিরুদ্ধে ফুসে উঠবে, বিচার করবে। কান্না বিজড়িত কন্ঠে শ্রমিকরা লিখিত অভিযোগে সাংবাদিকদের কাছে জানিয়েছেন এ বয়সে আমরা এখন কি করবো স্ত্রী সন্তান নিয়ে কোথায় যাবো, আমাদের আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন উপায় নাই।

পরিশেষে প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে এ ভাবে চাকরি ফিরে পাওয়ার আকুতি জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন । এ বিষয়ে কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো তৈয়ব আলি ও সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান জানান আমরা সব সময়ই শ্রমিক ও কর্মচারীদের পক্ষে ছিলাম ও আছি, এদেরকে কাজে পুনর্বহাল করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

কেরু চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো আবু সাইদ জানান ঐ শ্রমিকরা দীর্ঘদিন যাবত দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে কাজ করে আসছে, তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন কেনো হলোনা সেটা আমার বোধগম্য না, তাদের কোন সেটাপও নাই, তারা খুবই দুর্বিসহ জীবন যাপন করছে, তবে উর্দ্ধতন কতৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে সমাধান করা যায় কিনা তা দেখা হবে।

দ্বৈত ভোটার হওয়ার চেষ্টা: যুবক আটক

কুষ্টিয়ার মিরপুরে তথ্য গোপন করে দ্বৈত ভোটার হওয়ার অপরাধে মিলন হোসেন (২৪) নামের এক যুবককে আটক করেছে।

গতকাল বুধবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয় থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত মিলন হোসেন মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের পয়ারী গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে।

গতকার বুধবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়ে রিভাইজিং অথরিটির শুনানীতে নতুন ভোটার হিসেবে অন্তভুক্তির জন্য শুনানী অনুষ্ঠিত হয়।

যাচাই-বাছাইকালে তিনি ইতোপূর্বে ভোটার হন নাই মর্মে একটি অঙ্গীকারনামাও দাখিল করেন। রিভাইজিং অথরিটি কর্তৃক আবেদনটি গৃহীত হলে তিনি নতুন ভোটার হিসেবে ছবি তোলেন। পরে বিষয়টি সন্দেহ হলে সার্ভারে পুনঃযাচাইকালে তার দ্বৈত ভোটার প্রমাণিত হয়। পরে তাকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা দোলন কান্তি চক্রবর্তী ভোটার তালিকা আইনে স্থানীয় থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আনিসুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

জনসচেতনতা গড়তে কুষ্টিয়ায় পরিবহনে ধূমপানমুক্ত স্টিকার ক্যাম্পেইন

জনসচেতনতা গড়তে কুষ্টিয়ায় বিভিন্ন পরিবহনে ধূমপানমুক্ত স্টিকার ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকালে কুষ্টিয়া শহরের মজমপুর ও চৌড়হাস এলাকায় এ ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়।

সাফ নামক একটি তামাক বিরোধী সংগঠন এ কর্মসূচির আয়োজন করে।

জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য ও সাফ’র নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক, বিআরটি কুষ্টিয়ার সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা মো: নাহিদুজ্জামান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার ইন্সপেক্টর মো: বেলাল হোসেন, রাজধানী এক্সপ্রেসের সত্ত্বাধিকারী হাজী মো: নূরুজ্জামান, মিনিবাস মালিক সমিতির সিনিয়র সহ-সভাপতি হাজী নওশের আলী, পরিবহন ম্যানেজার তুহিন আলম ও শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য মারফত আলীসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

সাফ’র নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ধূমপান সর্বনাশা নেশা। আর এই ধূমপান হচ্ছে মাদকে প্রবেশের প্রথম ধাপ। তাই নতুন প্রজন্মকে তামাকপণ্যের ভয়াল থাবা থেকে আগে রক্ষা করতে হবে। আমরা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিরোধে বিভিন্ন ক্যাম্পেইন করে থাকি।

এছাড়াও শহরের পাবলিক প্লেসে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অংশ হিসেবে আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি।

জনসচেতনতা গড়তে পরিবহনগুলোতে ধূমপানমুক্ত স্টিকার ক্যাম্পেইনের মাধ্যমেক কিছুটা হলেও জনসচেতনতা গড়ে তুলতে কাজে আসবে বলেও জানান তিনি।

পরে বিভিন্ন পরিবহনে স্টিকার ধূমপানমুক্ত স্টিকার ধাগানোসহ চালক, হেলপার ও যাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় ৩শত ২০ লিটার স্প্রিট ও ২ শত গ্রাম গাঁজা উদ্ধার

জেলা মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে আলমডাঙ্গায় ৩শত ২০ লিটার রেক্টিফাইড স্প্রিট ও ২ শত গ্রাম গাঁজাসহ ১ জনকে আটক করেছে।

গতকাল বুধবার বেলা ১২ টার দিকে উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের খুদিয়াখালি গ্রাম থেকে তাকে আটক করে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের খুদিয়াখালি গ্রামে দীর্ঘদিন যাবৎ মাদক বিক্রয় করে আসছে মাদক সম্রাজ্ঞী আরতি ও তার মা পূর্ণি রাণী। প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে রমরমা রেক্টিফাইড স্প্রিট ও গাঁজা বিক্রয় করে আসছে।

তাদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানাসহ বিভিন্ন থাকায় একাধিক মাদক মামলাও চলমান আছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স জারি করেছে প্রশাসন। তবে, মুন্সিগঞ্জের খুদিয়াখালি গ্রামে প্রশাসনের চোঁখ ফাঁকি দিয়ে রমরমা মাদক ব্যবসা করছে আরতি ও পূর্ণী।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শরিয়ত উল্লাহ এর নেতৃত্বে জেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমানকে সাথে নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন।

মাদক বিরোধী অভিযানে আরতির বাড়ি থেকে ৩শত ২০ লিটার রেক্টিফাইড স্প্রিট ও ২ শত গ্রাম গাঁজাসহ আরতির স্বামী সওরবকে আটক করে। আটকৃত রেক্টিফাইড স্প্রিট ও গাঁজার মূল্য ৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। মাদক বিক্রয়ে দায়ে সওরবের বিরুদ্ধে মাদক বিরোধী আইনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেন।

মাদক বিরোধী অভিযানে জেলা মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শরিয়ত উল্লাহ বলেন, এ জেলায় কাউকে মাদক ব্যবসা করতে

দেওয়া হবে না। যদি কেউ গোপনে মাদক ব্যবসা করে থাকে তাহলে সে কখনো আইনের নিকট থেকে রেহায় পাবে না।

কালীগঞ্জে কৃষি প্রকল্পের উপর কর্মশালা

কালীগঞ্জে পানি সাশ্রয়ী কার্ষকারী কৃষি প্রকল্পের উপর কৃষকদের নিয়ে এক কর্মশালা অনুষ্টিত হয়েছে। সেচ্ছাসেবী সংগঠন সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের আয়োজনে গতকাল বুধবার বেলা ১১ টায় উপজেলা পরিষদের সন্মেলন কক্ষে অনুষ্টিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর সিদ্দিকী ঠান্ডু। কর্মশালাতে উপজেলার দুই ইউনিয়নের ২০ টি গ্রামের কৃষক প্রতিনিধি ও উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাসহ গনমাধ্যমের কর্মীগণ অংশ নেন।

জাপান ভিত্তিক শেয়ার দ্যা প্লানেট এ্যসোসিয়েশনের সহযোগিতায় কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সূবর্ণা রানী সাহার সভাপতিত্বে কর্মশালাতে বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান শিবলী নোমানী ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহানাজ পারভীন।

কর্মশালার শুরুতে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শিবুপদ বিশ্বাস জানান, জাপান ফান্ড ফর গ্লোবাল এর অর্থায়নে তারা পানী সাশ্রয়ী চাষাবাদে কৃষকের আগ্রহী করতে কাজ করছেন।

ইতোমধ্যে উপজেলার দুইটি ইউনিয়নে ২০ টি গ্রামের ৩০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়াসহ জমির মাটি পরিক্ষা করানো হয়েছে। কৃষকদের মাঠের ওই জমিতে পানী সাশ্রয়ী চাষের জন্য বিনা খরচে ১২৫ টি মিনি পুকুর কেটে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তারা কৃষকদের ভার্মি কম্পোষ্ট সার তৈরিসহ নানা কাজে সহযোগীতা করে আসছেন।

কর্মশালাতে উপস্থিত কৃষকদের মধ্যে আশরাফুল ইসলাম ও কমলেশ শর্মা জানান, তাদের মাঠের ক্ষেতে পানি সাশ্রয়ী এ প্রযুক্তি গ্রহণ করে তারা বেশ লাভবান হয়েছেন। প্রতি বিঘা জমিতে তারা প্রায় ৬ হাজার টাকা সাশ্রয় করতে পেরেছেন।

কর্মশালাতে আরও বক্তব্য রাখেন, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আতিকুল ইসলাম, কালীগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি জামির হোসেন, বিআরডিবি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, সমাজ সেবা কর্মকর্তা কৌশিক খান ও কৃষি কর্মকর্তা ছাড়াও উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় ঢাকা ম্যারাথন-২০২১ এর প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গা জেলায় মুজিব বর্ষ ঢাকা ম্যারাথন-২০২১ সফলভাবে আয়োজনের জন্য গঠিত জেলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং সফলভাবে ম্যারাথন আয়োজনে করণীয় বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ম্যারাথনের প্রস্তুতিমূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তারেক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মনিরা পারভীন ও চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৬০০০ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করবে বলে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় ১৮০০, আলমডাঙ্গায় ১৮০০, জীবননগরে ১৪০০ ও দামুড়হুদায় ১৪০০ জন অংশগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ২২ অথবা ২৩ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ম্যারাথন-২০২১ অনুষ্ঠিত হবে।